দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ❑ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বহিরাগত অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বেড়েছে অবস্থান নিচ্ছে সুবিধামত, অঘটন যেকোন সময়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। রাজধানীর চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজরা ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পরপরই বড় ৩টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর ছত্রছায়ায় এসব সশস্ত্র ক্যাডার রাজধানীর এই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জড়ো হয়েছে। এদের লক্ষ্য ওই দু'টি ক্যাম্পাসে প্রাধান্য বিস্তার করা। এজন্যে ছাত্র সংগঠনগুলোর ছত্রছায়ায় বহিরাগত ক্যাডারদের মাধ্যমে গত দু'দিনে ক্যাম্পাসগুলোতে প্রচুর পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ঢুকে পড়েছে।

গত শনিবার রাতে দু'টি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের বর্ধিত ভবন দখলে নেয়। এই হলে আগে থেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রাধান্য ছিল। শনিবার রাতে বর্ধিত ভবন ছাত্রদলের দখলছাড়া হয়ে গেলে তারা শহীদুল্লাহ হলের মূল ভবনে শক্ত অবস্থান নেয়।

গত রোববার রাতে ৩টি ছাত্র সংগঠন ও তাদের পক্ষে সশস্ত্র ক্যাডাররা ওই হলে অবস্থান করতে থাকলে সাধারণ ছাত্ররা হল ছেড়ে যায়। এই ৩টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষের সশস্ত্র ক্যাডাররা বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হলে অবস্থান করছে। যেকোন সময় তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন সাধারণ ছাত্ররা। রোববার গভীর রাতে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার ও মোটর সাইকেলের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। রাত প্রায় ২টায় হাইকোর্টের সামনের রাস্তা দিয়ে ৭/৮টি মোটর সাইকেল, ৩টি প্রাইভেটকার ও ১টি মাইক্রোবাস অতি দ্রুতগতিতে কার্জন হলের পূর্ব পাশের রাস্তা দিয়ে শহীদুল্লাহ হলের বর্ধিত ভবনের কাছে পৌঁছলে হলের ভেতরে অবস্থানকারী সশস্ত্র ক্যাডাররা পরপর ১৪/১৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গভীর রাতে গুলির শব্দে এই যানবাহনগুলো থেমে যায়। একজন আবাসিক ছাত্র জানান, বর্ধিত ভবনে দলত্যাগী ছাত্রলীগ ও জাতীয় ছাত্রসমাজের অবস্থান থাকায় ছাত্রদলের সশস্ত্র বহিরাগত ক্যাডাররা হলের পূর্ব পাশ দিয়ে হামলার প্রস্তুতি নেয়ার সময় এই গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। হলের ভেতর থেকে পরপর ফাঁকা গুলিবর্ষণের ফলে বহিরাগত সশস্ত্র ক্যাডাররা সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ত্যাগ করে। পরে তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ক্যাম্পাসের আরো কয়েকটি সূত্র জানান যে, সশস্ত্র ক্যাডারদের এই গাড়ির মহড়া চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি।

রাত ৩টার দিকে সাদা পোশাকধারী কিছু পুলিশ ক্যাম্পাসে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে শহীদুল্লাহ হল এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলে জানা গেছে; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি।

ক্যাম্পাসে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র আরো জানায় যে, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ নামধারী ও জাতীয় ছাত্রসমাজের পক্ষে মহানগরীর চিহ্নিত সশস্ত্র ক্যাডাররা অবস্থান নিয়েছে। এদের মধ্যে এমন দু'একজন ক্যাডার আছে যাদের দু' অথবা তিন অক্ষরের নাম শুনলেই রাজধানীবাসী ভালভাবেই চিনবেন। এসব সশস্ত্র ক্যাডারের মধ্যে এমনও দু'একজন রয়েছে যারা কিছুদিন আগে যৌথ বাহিনীর অস্ত্র উদ্ধারের সময় ঢাকার বাইরে দেশে-বিদেশে আত্মগোপন করেছিল। এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসী প্রায় সবাই গত শনি ও রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করে।

শহীদুল্লাহ হলের আরো দু'জন আবাসিক ছাত্র জানান, সশস্ত্র ক্যাডাররা মূল ভবন ও বর্ধিত ভবনে যার যার অবস্থান নিয়ে রাতভর গল্প-গুজব করে ও চা-সিগারেট খেয়ে কাটায়। এ সময় তাদের দামি ও ভারি আগ্নেয়াস্ত্রগুলো সঙ্গেই থাকে। ওই দু'জন ছাত্র আরো জানান, তাদের দেখা আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ৮টি চাইনিজ রাইফেল, ৬/৭টি কাটা রাইফেল এবং বেশ কিছু দেশী-বিদেশী রিভলবার ও পিস্তল।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেছে, এসব আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহকারীরা ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থান করছে। এই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহকারীদের অন্যতম হোতা হিসেবে পরিচিত ঢাকার অপরাধ জগতের নায়ক সুব্রত বাইন শুভ্র সম্প্রতি রমনা থানায় ধরা পড়ে বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছে। কিন্তু তার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের ব্যবসা জমজমাটভাবেই চলছে। শুভ্রর সহযোগীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহ করছে। সম্প্রতি গাজীপুর সরকারি ভাওয়াল বদরে আলম কলেজে দু'দলের সংঘর্ষে শুভ্রর সহযোগীরা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে। সংঘর্ষের সময় দেলোয়ার নামে এক বহিরাগত সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরে ওই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ঢাকার পূর্ব রামপুরা এলাকার ৫৭ নম্বর বাসায় আশ্রয় নেয়। শুভ্র ধরা পড়ার পর এই বাসা থেকেই তার সহযোগীরা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহসহ বিভিন্ন অপরাধকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ইদানিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সশস্ত্র ক্যাডাররা যেসব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে তার বেশির ভাগ শুভ্রর সহযোগীদের সরবরাহকৃত বলে রাজধানীর অপরাধ জগতের এক যুবক জানায়।

শুভ্রর এক সময়ের সহযোগী অপর এক যুবক জানায় যে, শুভ্র জেলে যাওয়ার পর তার একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাস এবং আড়াই ডজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করত তার এক সহযোগী। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে ওই সাদা রঙের মাইক্রোবাস এবং শুভ্রর সহযোগী ৩ যুবককে ক্যান্টনমেন্ট থানার দারোগা আবদুল হামিদ আটক করেন। মাইক্রোবাসের কোন কাগজপত্র না থাকায় যুবকদের মধ্যে শুভ্রর অন্যতম এক সহযোগী নিজেকে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে দারোগা হামিদকে 'খুশি' করে রোববার ভোরে মুক্তি পায়।

এ ব্যাপারে গতকাল ক্যান্টনমেন্ট থানার দারোগা হামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মাইক্রোবাসসহ ৩ যুবককে আটক ও মুক্তি দেয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি আরো স্বীকার করেন যে, মাইক্রোবাসের কোন কাগজপত্র ছিল না। তবে তাকে 'খুশি' করার বিষয়টি দারোগা হামিদ অস্বীকার করেন। অন্য একটি সূত্র জানায়, এই মাইক্রোবাসটি পুরনো ঢাকা এলাকায় লুকিয়ে রাখা হয়। গভীর রাতে শুভ্রর সহযোগীরা ব্যবহার করে। কিছুদিন আগে একটি ডাকাতির ঘটনায় এই মাইক্রোবাসটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে শুভ্রর ওই সাবেক সহযোগী জানিয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, ক্ষমতা থেকে খালেদা জিয়ার বিদায় নেয়ার পরপরই গত দু'দিন যাবৎ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই পৃথক পৃথক মিছিল ও সমাবেশ করা হচ্ছে।

গতকাল সোমবার ছাত্রলীগের সমাবেশ থেকে নেতারা ক্যাম্পাসে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সহনশীল হয়ে কাজ করার জন্য সকল নেতা-কর্মীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা হচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আহমেদ, রবিউল হোসেন রবি, এস কে বাদল, গোলাম ফারুক স্বপন ও দেবাশীষ বিশ্বাস।

অপরদিকে ছাত্রদলের সমাবেশ থেকে নেতারা গতকাল ঘোষণা দিয়েছেন যে, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে 'উচিত শিক্ষা' দিতে পারলে তাকে 'বিশেষ পুরস্কার' দেয়া হবে। এছাড়া যে সকল সচিব জনতার মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অপসারণ দাবি করে ছাত্রদলের নেতারা বক্তব্য রাখেন। আবদুল খালেক হাওলাদার, সাগীর আহমেদ, শামসুজ্জামান সুরুজ, শহিদ উল্লাহ তালুকদার প্রমুখ ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।